কোটচাঁদপুরে রুবি বেকারিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে বিভিন্ন অনিয়মের দায়ে রুবি বেকারিকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে।

রোববার দুপুরে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপা রানী সরকারের নেতৃত্বে কোটচাঁদপুর-কালীগঞ্জ সড়কের নওদাগা মাঠ এলাকায় অবস্থিত রুবি বেকারিতে এ অভিযান পরিচালিত হয়।

অভিযানকালে বেকারিতে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য, সরকারি টিসিবির পণ্য সংরক্ষণ, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং খাদ্য প্রস্তুতকারী কর্মীদের হাতে গ্লাভস ও মুখে মাস্ক না থাকার মতো বিভিন্ন অনিয়ম ধরা পড়ে। এসব অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী বেকারির মালিক নুরুল ইসলামকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

এ সময় কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মুক্তার হোসেন, কোটচাঁদপুর থানার উপপরিদর্শক (এসআই) মুজাহিদুল হাসানসহ পুলিশের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অভিযোগের বিষয়ে বেকারির মালিক নুরুল ইসলাম নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, তিনি কোটচাঁদপুর শহরের রায় ট্রেডার্স থেকে ময়দা কিনেছেন। সরবরাহকারী যদি মেয়াদোত্তীর্ণ ময়দা দিয়ে থাকেন, তবে তার দায় তাঁর নয়। তবে ময়দার বস্তার মেয়াদ যাচাই না করায় তিনি নিজের ভুল স্বীকার করেন।

সরকারি টিসিবির পণ্য প্রসঙ্গে তিনি বলেন, যে ব্যক্তি তাঁর কাছে এসব পণ্য বিক্রি করেছেন, তিনি একজন সরকারি কর্মকর্তা। তাঁর মোবাইল নম্বর ও পরিচয় তাঁর কাছে রয়েছে। বিষয়টি প্রয়োজন হলে যাচাই করা যেতে পারে। তিনি জানলে কখনোই টিসিবির পণ্য কিনতেন না বলেও দাবি করেন।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট দীপা রানী সরকার বলেন, অভিযানে বেকারিতে মেয়াদোত্তীর্ণ খাদ্যপণ্য, সরকারি টিসিবির পণ্য, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এবং স্বাস্থ্যবিধি না মেনে খাদ্য প্রস্তুতের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এসব অপরাধে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ আইন অনুযায়ী ২০ হাজার

মেহেরপুরে পৃথক অভিযানে অবৈধ ইটভাটার ৫ লাখ টাকা জরিমানা

মেহেরপুরে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে পৃথক ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান পরিচালনা করে গাংনী উপজেলার বামন্দী এলাকায় অবস্থিত আরএফএল ব্রিকসে ১ লক্ষ ও সদর উপজেলার সুবিদপুর এলাকার খান ব্রিকস এবং মুজিবনগর উপজেলার জবা ব্রিকস ইটভাটায় ৪ লাখ টাকা মোট ৫ লাখ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত।

আজ শনিবার সহকারী কমিশনার (ভূমি) নাবিদ হোসেনের নেতৃত্বে আরএফএল ব্রিকসে ফিক্সড চিমনি ব্যবহার এবং জ্বালানি হিসেবে কাঠ ব্যবহারের অপরাধে ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ (সংশোধিত ২০১৯)-এর ৬/১৬ ধারায় প্রতিষ্ঠানটিকে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

এদিকে এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবীর আনসারী এবং জয়া ধর মুমুর নেতৃত্বে মেহেরপুর সদর উপজেলার সুবিদপুর এলাকার খান ব্রিকস এবং মুজিবনগর উপজেলার জবা ব্রিকস নামক ইটভাটায় কোনো ধরনের লাইসেন্স বা অনুমোদন ছাড়াই ইট প্রস্তুতের উদ্দেশ্যে মাটি কেটে ব্যবহার করছিল, যা ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩-এর ৫ নং ধারার লঙ্ঘন। আইন লঙ্ঘনের দায়ে ওই দুইটি ইটভাটাকে মোট ৪ লাখ টাকা অর্থদণ্ড প্রদান করা হয়।

জেলা প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, পরিবেশ সংরক্ষণ ও আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখতে অবৈধ ইটভাটার বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযান নিয়মিতভাবে অব্যাহত থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযান: ২৩ জনের কারাদণ্ড

চুয়াডাঙ্গায় রেলওয়ে স্টেশনে ভ্রাম্যমাণ আদালতে অভিযানে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত বিনা টিকিটে যাত্রীদের ভ্রমনের দায়ে ২৩ জনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। এর ভিতরে ২১ যাত্রীকে ১০ দিনের বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন রেলওয়ের ভ্রাম্যমাণ আদালত। এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশ ফাঁড়ির হাজতে রাখার নির্দেশ দেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক।

আজ রবিবার সকাল নয়টা থেকে বেলা সাড়ে বারোটা পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা রেলস্টেশনে দুটি ট্রেনের অভিযান পরিচালনা করেন বাংলাদেশ পশ্চিমাঞ্চল রেলওয়ের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডিভিশনাল স্টেট অফিসার মো. নুরুজ্জামান।

সাজাপ্রাপ্তরা হলেন নাটোরের লালপুর থানাধীন পুরাতন ঈশ্বরদী এলাকার আমিনুল শেখের ছেলে মুকুল হোসেন, নীলফামারী জেলার মাঝপাড়া এলাকার হোসেন আলীর ছেলে আরিফ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার শহিদুল ইসলামের ছেলে আলামীন, নাটোর জেলার লালপুর থানাধীন চংখপাইল এলাকার বকতারের ছেলে আশিক, ঢাকা জেলার দোহার থানাধীন বারহা দোয়ার এলাকার গফফুর আলীর ছেলে শাইন, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ গ্রামের সানোয়ারের ছেলে আতিকুল, কুষ্টিয়া জেলার মীরপুর থানাধীন উত্তর কাঠদহহ এলাকার মিনহাজ্বের ছেলে সুজন আলী, যশোর জেলার দিয়ারা এলাকার মফিজুরের ছেলে বিল্লাল, কুষ্টিয়া জেলার দৌলতপুর থানাধীন ইসলামপুর এলাকার আমজাতের ছেলে মামুনী, যশোর জেলার আরএন রোডের মৃত আনারুল হকের ছেলে আমিনুর রহমান, ঝিনাইদহ জেলার কালিগঞ্জ এলাকার মৃত আব্দুল হামিদের ছেলে লুৎফর রহমান, খুলনা জেলার শেরেবাংলা রোডের সোনাডাঙ্গা এলাকার মৃত শেখ সাইদুল হকের ছেলে জাহিদ হোসেন, যশোর বারোবাজার এলাকার মৃত নিয়ামুল মিয়ার ছেলে কিতাব আলী, চাপাইনবাবগঞ্জের ভোলাহাট থানাধীন মুছরিভুজা গ্রামের ফজলুল হকের ছেলে বাবুল আক্তার, পাবনার ঈশ্বরদী গ্রামের মৃত নান্নুর ছেলে রমজান আলী, নাটোরের পুরাতন ঈশ্বরদী গ্রামের আলী হোসেনের ছেলে ইমদাদুল হক, কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার উত্তর কাঠদহ এলাকার

ইব্রাহিম খলিলের ছেলে শিপন, একই এলাকার নুর ইসলামের ছেলে ঝন্টু, রাজবাড়ি জেলার উদয়পুর গ্রামের চাঁনখার ছেলে মিলন, পাবনা জেলার ঈশ্বরদী গ্রামের মৃত ইয়াদ আলীর ছেলে ইউসুফ আলী ও মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার বানদেবপুর গ্রামের হিসাব আলীর ছেলে এনামুল হক।

এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত পুলিশ হাজতে রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তারা হলেন চুয়াডাঙ্গার গোপালের ছেলে বিষ্ণু ও ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার কালীপুর গ্রামের নজিরখার ছেলে সোহাগ।

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে পুলিশের উপ-পরিদর্শক (এসআই) মাসুদ রানা বলেন, বিনা টিকিটে রেল ভ্রমণের দায়ে ২১ যাত্রীকে ১০ দিন করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক। এছাড়া দুজনকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত হাজতবাসের নির্দেশ দেন। সাজাপ্রাপ্তদের চুয়াডাঙ্গা জেলা কারাগারে প্রেরণ করা হয়েছে।